দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৫ কলাম ...১......

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা

শহীদুল হক

ক্ষা ও প্রতিবন্ধী বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই মনে বিষয়টিকে যখন আলাদাভাবে দেখতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই কি প্রশ্ন জাগে না তাহলে দের শিক্ষায় কি কোন অভাব রয়েছে? এ শিক্ষা সকলের? না আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই ন্ধিতার শিকার?

ক্ষা যেখানে জাতির মেরুদণ্ড সেখানে জাতির নাগরিক যারা কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধিতার র, তাদের অবস্থান বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখ কেন? মহিলাদের কথা বলা আছে এবং আরও সুযোগ সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানসম্পন্ন শিক্ষা ায় নিয়ে যাওয়ার কোন দিক-নির্দেশনা নেই ? এ প্রশ্নের জবাব আমরা কোথায় পাব? নামমাত্র পাস সার্টিফিকেট নিয়ে আজ কেন দ্বারে দ্বারে ত হচ্ছে? কেন পারছি না নিজের সম্পদকে কাজে তে? কেন মনে হয়, মাঠে কাজ করলে শিক্ষার ূল্যায়ন হয়? এর জন্য দায়ী কে? যখন সরকার লের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে তখন কি ার একবারও ভেবে দেখেছে এ ব্যবস্থা বভিত্তিক কি না? সত্যিকারে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় দের অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে কি-না? যদি না হয় তা হলে এটা কি এক ধরনের প্রবঞ্চনা নয়? না হয় তাহলে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান এবং শিক্ষা স্থায় তার সঠিক কোন দিক-নির্দেশনা নেই কেন? লে কি প্রতিবন্ধীরা 'সকলের জন্য শিক্ষা' নীতির রে? হয়তো তাই, নয়তো সরকার বেমালুম ভুলে ছ, এ দেশে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ যারা প্রতিবন্ধী াও এ দেশের নাগরিক। তাদের অধিকার আছে ল নাগরিকের মতো সমান সুযোগ ও পরিবেশ ওয়ার। প্রতিবন্ধীদের অবস্থান কোথায় তা জানার ্য আমাদের খুব একটা কষ্ট করতে হয় না যদি মরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যাই। দেখা যাবে দী তারা ওইখানে আছে কি নেই অথবা যাওয়ার তা পরিবেশ বা সুযোগ আছে কি না।

এটা সত্যি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী সাধারণ স্কুলে তে পারবে না বা আমাদের জাতির সেই অবস্থানও ই যার মাধ্যমে 'সকলের জন্য শিক্ষা' সত্যিকার র্থে অর্থবহ করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ ১৮ রের নিচে। এই বিশাল জনসংখ্যা আমাদের গামী প্রজন্ম। আর এই প্রজন্মের মাঝেও লুকিয়ে ছে প্রায় ৫ শতাংশ ব্যক্তি যারা শারীরিক বা কায়িক ... নিজে পরোপরিভাবে সক্ষম নয়। তখন তাদের

আমাদের তেমন একটি বাস্তবমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা তার কোন অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না। আর এই জানি না থেকেই বোধহয় একটি উত্তর পাওয়া যায় যে, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে আমাদের যেমনি রয়েছে অজ্ঞতা ঠিক তেমনিভাবে বলতে পারি তেমন কোন অবস্থানেও প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের ধরন বা প্রকার এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কি কি বাধা রয়েছে এবং তার জন্য আমাদের করণীয় কি। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, মূলত এর প্রতিকার এবং উন্নয়নের কথা আমরা সবাই বলি এবং বিশ্বাসও করি এর প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় তা আমাদের কারুরই মনে থাকে না।

এ মনে না থাকার পেছনে কি কি উপকরণ কাজ করে বলে আমরা মনে করি? কেনইবা আমাদের মনে থাকে না? এর জন্য ঢালাওভাবে সকলকে দায়ী করা কি ঠিক হবে? মনে হয় না। যেমন আমরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের দেখি না, তেমনি দেখি না কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও। বিনোদনমূলক জায়গাগুলোর কোথাও তাদের লক্ষ্য করা যায় না। যার ফলে যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী তাদের এ বিষয়ে সকল সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার কোন প্রতিফলন ঘটে না তাদের কাজে। এজন্য বাড়ি, মার্কেট, রাস্তা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা কোথাও তাদের জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। বিদ্যমান এই পরিবেশে একটি ধারণাই আমাদের সামনে তুলে ধরে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে পরিবারে রয়েছে সে পরিবার তাদেরকে বাইরের এই প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ে যেতে পারছে না এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও যাওয়ার সেই সাহস ও মনোবল পাচ্ছে না। এই না পাওয়ার পেছনেও কাজ করছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি হতাশার জন্ম

তুলছে। এমনি একটি পরিবেশে প্রতিবন্ধীরা কোন্ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে? প্রতিবন্ধীদের পরিবার কোন্ যুক্তিতে অধিক অর্থ ব্যয়ের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে? কোন্ আশায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবার এই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? এমন কোন পরিবেশ কি আমরা জাতির সামনে তুলে ধরতে পেরেছি? যদি না পারি তা হলে 'শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা' এখানে কোন্ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেব? শিক্ষার প্রতি না প্রতিবন্ধিতার প্রতি?

আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল উপকরণ রয়েছে তাতে তাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অন্য প্রতিবন্ধীদের চেয়ে তাদের জন্য এই ব্যবস্থায় অধিক হারে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দেখা যায় তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম এবং উচ্চ শিক্ষায় আরও কম। তাহলে কি প্রশ্ন জাগে না সত্যিকারের সমস্যাটি কোথায়? কেন শারীরিক প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এগিয়ে আসতে পারছে না? এর প্রতিকূল পরিবেশগুলো কোথায়? কি করলে তারা সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে? আমরা যদি এখনও এর প্রতিকারের দিকে না তাকাই তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এর দায়ভারও আমাদের বহন করতে হবে।

এই লেখাটি লেখতে গিয়ে বার বারই মনে পড়ছে আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবেশ বা সুযোগ নেই বললেই চলে। তবু যদি একটি জরিপ চালাই তাহলে দেখা যাবে প্রতিবন্ধীদের মাঝে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হারের পরিমাণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝেই বেশি। এখানেও কি প্রশ্ন জাগে না এর কারণ কি? তাদের জন্য বই খাতা কোন কিছুই নেই, তারপরও কি করে তারাই সবচেয়ে বেশি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত? তাহলে সত্যিকার অর্থে বাধা কোথায়?

আমরা যদি শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধীদের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব তারা আমাদের এই সাধারণ শিক্ষা

মেধাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। ... কারুকলায় শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধীরা বেশ ভাল করছে যদিও সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানই তাদের এই দিকে উৎসাহিত করছে না। তারা যখন একা তখন তারা তাদের আবেগ, যন্ত্রণা, উল্লাস রং তুলির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে এবং অনেকে সাফল্যের দিকে ধীর গতিতে এগিয়েও যাচ্ছে, যদিও তারা সমাজের মূলস্রোতের ভিড়ে মিশতে পারছে না সামান্য একটু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে সেই একই গান। আমরা যদি সত্যি এই প্রতিবন্ধীদের সমাজে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে আমাদের দরকার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধিমাত্রা নিরূপণ করা এবং সে কোন্ কাজে এবং কতটুকু ধারণ করতে পারবে সেই অনুযায়ী তাকে গড়ে তোলা এবং তারপর তার মান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা, যেন সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষা নেয়ার পর তারা পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

এটা শুধু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বেলায় প্রযোজ্য নয় সকল প্রতিবন্ধীর বেলায়ই প্রযোজ্য। আর এই ক্ষেত্র যতদিন তৈরি করা যাবে না ততদিন আমরা কাগজে-কলমে অনেক কিছুই করতে পারব প্রকৃতপক্ষে পরিবার ও সমাজ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা পাব না। নামিদামি স্কুল বা কলেজে সবাই চায় তার সন্তানকে দেখতে। সেখানে সেই পরিবারের যদি কোন প্রতিবন্ধী শিশু থাকে, তাহলে অভিভাবক শিক্ষার কথা না ভেবে, ভাবে তার জন্য কোন সম্পদ রেখে যাবার। আবারও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, আমাদের মাঝে এই দ্বৈত চিন্তার উৎস কোথায়? আমরা সাধারণ সন্তানের জন্য ভাবি জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন সুযোগ পায়, সেইভাবে তাকে উৎসাহিত করি; অন্যদিকে একজন প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ভাবি ভিন্নভাবে যেন কোনভাবে সে তার জীবন চালাতে পারে। এই ভাবনা বা প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহিতকরণের অভাববোধ— এ-ই সকল কিছু কি প্রমাণ করে না আমাদের শিক্ষা, চিন্তা, উন্নয়ন ও বর্তমান চলমান ব্যবস্থা সবকিছুই প্রতিবন্ধীর মতো অসহায় ও মুখ থুবড়ে আছে। হতাশার মাঝে সবাই আবদ্ধ। যে শিক্ষা বিভেদ দূর করে এবং নিজের সম্পদকে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরশীল হতে সাহায্য করে এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। জাতির ১০ শতাংশ ব্যক্তিকে শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে শিক্ষা ও অর্থনীতির বুনিয়াদ